দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 FEB ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফোকাস

ডিজিটাল শিক্ষার হাতেখড়ি

ক্যামব্রিয়ানের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের হাতে ই-প্যাড ও ল্যাপটপ

• নজরুল ইসলাম •

রাজধানীর একটি স্কুল পরিদর্শনে যেয়ে কিছুটা অবাক হলাম, কারণ স্কুলে বাচ্চাদের চিরাচরিত কোনো হৈ-হুল্লোড় নেই, নেই কোনো দৌড়-ঝাঁপও! এ কেমন স্কুল! পরে ভেতরে ঢুকে দেখা গেল ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সবাই উবু হয়ে কী নিয়ে যেন খেলায় ব্যস্ত। পরে আরও কাছে যেতেই দেখলাম তারা ইলেকট্রনিক্স ক্যালকুলেটারের তুলনায় আকারে আরও বড় কিছু একটা অপারেট করছে। কিছুটা ইতস্তত করেই জানতে চাইলাম, এটা কী এবং কী করছ এটা দিয়ে? এরপর যার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না ঠিক তারই মুখোমুখি হতে হলো, সবাই সমস্বরে বলে উঠল, সেকি জানেন না, এটা তো ই-প্যাড!

তারা এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাচ্ছে সত্যিকারের আনন্দময় শিক্ষার এক পরিপূর্ণ পরিবেশ। এখানে রয়েছে সকল পাঠ্য বইয়ের সচিত্র ইনডেক্স, যেখানে ক্লিক করে এক সেকেন্ডেই একজন শিক্ষার্থী চলে যেতে পারবে যেকোনো বিষয়ের যেকোনো অধ্যায়ে। বইয়ের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া আছে মজার মজার সব ভিডিও ক্লিপস। শিক্ষাকে আনন্দময় করার জন্যই এ উদ্যোগ। বইয়ের নিচের অংশে রয়েছে পৃষ্ঠা নম্বর লেখার ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা যে পৃষ্ঠায় যেতে চায় শুধু সেই পৃষ্ঠা নম্বর লিখে দিলেই হলো। মুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে সেই পৃষ্ঠাটি। শিক্ষার্থীরা জুম করে একটি পৃষ্ঠার যেকোনো অংশ বড় করে পড়তে পারবে তার চাহিদামতো। চোখের যেন সমস্যা না হয়, সেটা চিন্তা করে আধুনিকভাবে এই জুমিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা যাবে অনেক ছোট ডিভাইসেও। উদ্যোগটিকে ঘিরে সচেতন অভিভাবকদের কারও কারও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই, তাদের মতে ছোটদের হাতে ই-প্যাড বা ল্যাপটপ দেওয়ার ব্যাপারটি যে একটু বাড়াবাড়ি। কারও কারও ভাষায় এটি রসাতলে নেওয়ার প্রস্তুতি ব্যতীত কিছুই না। এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি উদাহরণের কথা বলব: অনেক পরিবারে দেখবেন মা-বাবা, ভাই-বোন তথা কাজিনরা একত্রিত হয়ে তাস খেলছে। এর অন্যতম কারণ: সন্তান চোখের আড়ালে যেয়ে বন্ধুদের সাথে নিছক কলব্রিজ খেলতে খেলতে যাতে জুয়ারি না হয়ে যায় সেটা। পাশাপাশি এই খেলায়ও রয়েছে নান্দনিক শিক্ষা। যে শিক্ষাটা খেলতে না দিলে সে জানবে না, বিশেষ করে বুঝবে না এর ভালো-মন্দ কোনোটাই! ফলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে ই-প্যাড বা ল্যাপটপ দেওয়ার বিষয়টিতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, বরং এটি সময়ের চাহিদা। যা আজকালের ব্যস্ত মা-বাবাদের অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানকেই হাতেখড়ি দিতে হচ্ছে। আর এই কাজটিই শুরু করেছে ক্যামব্রিয়ান।

নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজটি প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু করাসহ ক্যামব্রিয়ানকে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১২ সালে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ২০১৩ সাল হতে ক্যামব্রিয়ানের সকল শিক্ষার্থীর হাতে একটি করে ই-প্যাড বা ল্যাপটপ দেওয়ার প্রত্যাশা করছেন ক্যামব্রিয়ানের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশার, পিএমজেএফ। ইতিমধ্যে প্রাইমারি স্তরের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে শিক্ষার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ই-প্যাড। গত বছর একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়েছে ল্যাপটপ। ক্যামব্রিয়ানের তিনটি ক্যাম্পাসকেই আনা হচ্ছে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের আওতায়। তবে শিক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিকর কোনো ইন্টারনেট সাইটে ঢুকতে না পারে, সেজন্য রয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা। ক্যামব্রিয়ানের প্রতিভাবান শিক্ষকদের স্ব-উদ্যোগে প্রণীত শিক্ষা সহায়ক পুস্তক, আধুনিক ল্যাব, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, মাল্টি মিডিয়া ও তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। তাই শুধু ফলাফলই নয়; শিক্ষা, প্রকাশনা, গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ক্যামব্রিয়ান ইতিমধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক ও সাংস্কৃতিক গুণাবলি অর্জনের উৎকৃষ্ট বিদ্যাপিঠ এই ক্যামব্রিয়ান। মানসম্মত পাঠদান পদ্ধতি, শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের সার্বিক সুযোগ রয়েছে এই অঙ্গনে। এজন্য রয়েছে সংস্কৃতিবান মানুষ গড়ার উপযোগী ক্যামব্রিয়ান কালচারাল একাডেমি।

প্রতিষ্ঠানটির ফাউন্ডার চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশার, পিএমজেএফ এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য যদি অটুট থাকে, আমরা অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ সমর্থন যদি পাই, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষাঙ্গনে এক অনন্য মডেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। এবং শুধু দেশেই নয়, বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ একে জানবে, চিনবে এবং এর নামে গর্বিত হবে দেশের মানুষের এই প্রত্যাশাই সর্বাগ্রে।' দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে আলোকিত মানুষ তৈরির এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ছয় শতাধিক অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। আর এরাই হচ্ছেন ক্যামব্রিয়ানের গর্বিত ফলাফল অর্জনের নেপথ্য কারিগর। যোগাযোগ : প্লট-২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা। ফোন : ৯৮৮১৩৫৫, ০১৭২০৫৫৭১৮০-১৯০।